

বিদ্রোহী কবিতার জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: ১৮৯৯

২. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

উত্তর: বিদ্রোহী কবিতাটি অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

৩. 'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের কততম কবিতা?

উত্তর: দ্বিতীয় কবিতা।

০৪. কোন যুগে 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে এক প্রাতিষ্মিক কবিকণ্ঠের আত্মপ্রকাশ ঘটে?

উত্তর: রবীন্দ্রযুগে বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে এক প্রাতিষ্মিক কবিকণ্ঠের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

০৫. 'বিদ্রোহী' কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির কীরূপ আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর: সদস্ত আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে।

০৬. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কীসের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে?

উত্তর: ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে।

০৭. বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজেকে কার শিষ্য বলেছেন?

উত্তর: বিশ্বামিত্রের-বিশিষ্ট ব্রক্ষর্ষি।

০৮. কবি অত্যাচারীর কোন জিনিস আর রণক্ষেত্রে দেখতে চান না?

উত্তর: খড়গ-কৃপাণ

০৯. 'বিদ্রোহী' কবিতা শেষ হয়েছে কোন প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে?

উত্তর: অত্যাচারের অবসান

১০. বাংলাদেশের জাতীয় কবি কে?

উত্তর: বাংলাদেশের জাতীয় কবি হলো কাজী নজরুল ইসলাম।

১১. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে পিতাকে হারান?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম আট বছর বছর বয়সে পিতাকে হারান।

১২. কবির পরিবার চরম দারিদ্র্যে পতিত হয় কেন?

উত্তর: কবির পিতার মৃত্যু হওয়ায়

১৩. কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় শিক্ষকতা করেন?

উত্তর: গ্রামের মক্তবে।

১৪. কবি কাকে চুমু দিয়ে নিব্বাণুম করে?

উত্তর: নিখিল বিশ্বকে।

১৫. বিদ্রোহী কবিতাটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর: বিদ্রোহী কবিতাটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

১৬. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন?

উত্তর: ১৯৬০ সালে

১৭. কাজী নজরুল ইসলাম নিচের কোন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন?

উত্তর: জগত্তারিণী স্বর্ণপদক

১৮. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: ১৯৭৬ সালে কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেন।

১৯. 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম চরণ কোনটি?

উত্তর: 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রথম চরণ 'বল বীর'

২০. দুরবাসার মাতা-পিতার নাম কী?

উত্তর: মাতা-অনসূয়া এবং পিতা-মহর্ষি অত্রি।

২১. "শির নেহারি' আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!" – এখানে মূলত কী প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর: তীব্র আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে।

২২. কবি নিজেকে কীসের নটরাজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন?

উত্তর: কবি নিজেকে মহা-প্রলয়ের নটরাজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

২৩. বিদ্রোহী কবিতায় কবি সব ভেঙেচুরে চুরমান করেন কেন?

উত্তর: নতুনের আবাহনে

২৪. বিদ্রোহী কবিতায় যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খলকে কবি কীভাবে অতিক্রম করেন?

উত্তর: দলে যান

২৫. 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক চরিত্র কোনগুলো?

উত্তর: অর্ফিয়াস, দুর্বাসা।

২৬. বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজেকে কেমন ঝড় বলে উল্লেখ করেছেন?

উত্তর: এলোকেশ

২৭. বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজেকে কার বিদ্রোহী-সুত বলে ঘোষণা করেছেন?

উত্তর: বিশ্ব-বিধাতার

২৮. বিদ্রোহী কবিতায় ইদ্রাণী-সুতের হাতে কী?

উত্তর: চাঁদ

২৯. বিদ্রোহী কবিতায় "মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য" পঙ্ক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: প্রেম ও দ্রোহের যুগপৎ অবস্থান

৩০. 'একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য' – এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন সত্তাটি প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর: প্রেম ও দ্রোহ

৩১. কবি "বিদ্রোহী" কবিতায় কী ছিনিয়ে আনবেন বলে বলেছেন?

উত্তর: বিষ্ণু বক্ষ হতে যুগল কন্যাকে ছিনিয়ে আনবেন।

৩২. বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করেন না কেন?

উত্তর: আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বলে

৩৩. "বিদ্রোহী" কবিতার কোন চরণে কবির কোমল হৃদয়ের পরিচয় মেলে?

উত্তর: আমি অবমানিতের মরম বেদনা

৩৪. দুর্বাসা কেমন স্বভাববিশিষ্ট মুনি ছিলেন?

উত্তর: কোপন-স্বভাববিশিষ্ট।

৩৫. কবি নিজেকে কার ডমরু ত্রিশূল বলেছেন?

উত্তর: পিণাক-পাণির

৩৬. বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজেকে কার দণ্ড বলে অভিহিত করেছেন?

উত্তর: ধর্মরাজের

৩৭. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কাকে ক্ষ্যাপা বলা হয়েছে?

উত্তর: 'বিদ্রোহী' কবিতায় দুর্বাসাকে ক্ষ্যাপা বলা হয়েছে।

৩৮. নজরুল দাবানল হয়ে কী দাহন করবেন?

উত্তর: নজরুল দাবানল হয়ে বিশ্ব দাহন করবেন।

৩৯. কবি নিজেকে কার উন্মন মন বলেছেন?

উত্তর: উদাসীর

৪০. "বিদ্রোহী" কবিতায় কবি কার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস ?

উত্তর: বিধবার।

৪১. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার বঞ্চিত ব্যথা?

উত্তর: গৃহহারা পথিকের

৪২. কবি নিজেকে কার বাঁশরীর সাথে তুলনা করেছেন?

উত্তর: অর্ফিয়াসের

৪৩. কবি ঘুম চুমু দিয়ে কী করেন?

উত্তর: নিখিল বিশ্বকে নিব্বাণ করেন

৪৪. "ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিব্বাণ" – চরণটিতে নজুলের কোন মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর: শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা

৪৫. 'আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী' - এখানে 'শ্যাম' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণকে বোঝানো হয়েছে।

৪৬. কবি কয়টি সূর্যের রাহুগ্রাস?

উত্তর: কবি দ্বাদশ রবির রাহুগ্রাস।

৪৭. নজরুল নিজেকে কার কঠোর কুঠারের সাথে তুলনা করেছেন?

উত্তর: পরশুরামের

৪৮. নিচের কোন পঙ্ক্তিতে নজরুলের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ফুটে উঠেছে?

উত্তর: নিঃসন্ত্রির করিব বিশ্ব,

৪৯. কবি বিশ্বকে নিঃসন্ত্রিয় করতে চান কেন?

উত্তর: পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য

৫০. কবি অধীন বিশ্বকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন কেন?

উত্তর: নব সৃষ্টির মহানন্দ লাভ করতে

৫১. বিদ্রোহী কবিতায় অর্ফিয়াস কোন পুরাণের উদাহরণ?

উত্তর: গ্রিক পুরাণ।

৫২. কবি কার ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না বলে কামনা করেন?

উত্তর: উৎপীড়িতের

৫৩. অত্যাচারীর কোন জিনিসটি ভীম রণ-ভূমে রণিবে না বলে কবি প্রত্যাশা করেছেন?

উত্তর: খড়গ কৃপাণ

৫৪. কবি নিজেকে 'চির-বিদ্রোহী' বলেছেন কেন?

উত্তর: তাঁর বিদ্রোহ নিরন্তর বলে

৫৫. শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কী?

উত্তর: পরশুরাম তথা বলরাম।

৫৬. 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক চরিত্র কোনটি?

উত্তর: চেন্সিস

৫৭. লেটোর দলে যোগ দিয়ে নজরুল দলের জন্য কী রচনা করেন?

উত্তর: নজরুল লেটোর দলের পালাগান রচনা করেন।

৫৮. কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় যোগদানের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠেন?

উত্তর: লেটোর দলে যোগদানের মাধ্যমে।

৫৯. নজরুল কোন যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন?

উত্তর: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এর সময়।

৬০. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন?

উত্তর: ১৯১৭ সালে বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন।

বিদ্রোহী অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর:

১. খ. বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিয়ম-কানুন মানতে চান না কেন? ব্যাখ্যা কর।

খ উত্তর: শােষকের অন্যায-অত্যাচার বিদ্রোহী কবি মেনে নিতে রাজী নয়। তাই কবি চলার র তার সকল বাধা বিপতি উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কবি নিয়ম-কানুন মানতে চান না।

বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজের শক্তির বিদ্রোহীতা তুলে ধরেছেন। সেগুলো দিয়ে তিনি মানব সমাজে চলমান সমস্ত অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে চেয়েছেন। যারা মানুষের অধিকার হরণ করে এবং মানুষকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তারা মানুষের শত্রু। সেই শত্রুদের তৈরি নিয়ম-কানুন কবি মানতে চান না। তিনি শােষকের তৈরি সমস্ত নিয়ম ভেঙে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। এ কারণেই তিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে শােষকের জারি করা বিধিবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আর তাই তিনি নিয়ম-কানুন মানতে চান না।

২. খ. 'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী'— কথাটি কবি কেন বলেছেন? ব্যাখ্যা কর।

খ উত্তর: শোষকের অন্যায-অত্যাচার বিদ্রোহী কবি মেনে নিতে রাজী নয়। তাই কবি চলার র তার সকল বাধা বিপতি উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কবি নিয়ম-কানুন মানতে চান না। বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজের শক্তির বিদ্রোহীতা তুলে ধরেছেন। সেগুলো দিয়ে তিনি মানব সমাজে চলমান সমস্ত অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে চেয়েছেন। যারা মানুষের অধিকার হরণ করে এবং মানুষকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তারা মানুষের শত্রু। সেই শত্রুদের তৈরি নিয়ম-কানুন কবি মানতে চান না। তিনি শােষকের তৈরি সমস্ত নিয়ম ভেঙে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। এ কারণেই তিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে শোষকের জারি করা বিধিবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আর তাই তিনি নিয়ম-কানুন মানতে চান না।

৩. খ. কবি নিজেকে বেদুইন বলেছেন কেন?

খ উত্তর: অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মানসিক দৃঢ়তার দিকটি তুলে ধরতেই কবি নিজেকে বেদুইন বলে আখ্যায়িত করেছেন।
বেদুইন হলো আরবের যাযাবর জাতি। এদের স্থায়ী কোনো আবাস নেই। কঠিন মরুভূমির বুকে এরা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে টিকে থাকে। মরুভূমির বিরূপ পরিবেশ বা শত প্রতিকূলতা তাদের দমন করতে পারে না। আলোচ্য অংশে কবি হতোদ্যম না হয়ে বেদুইনদের জীবনযুদ্ধের সাথে নিজের তুলনা করে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নিজের দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করেছেন।

৪. খ. 'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে ধ্বনিবে না'— একথা বলার কারণ কী?

খ উত্তর: নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখকষ্ট ও আতর্জিতকার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কবি বিপ্লব-প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন বোঝাতে তিনি প্রশ্নোক্ত কথা বলেছেন।

অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ নিরন্তর। যেখানেই তিনি অত্যাচার ও অনাচার দেখেছেন, সেখানেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। নিপীড়কের বিরুদ্ধে এবং আর্ত-মানবতার পক্ষে প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছেন তিনি। তাঁর হুংকারে কেঁপে উঠেছে অত্যাচারীর ক্ষমতার মসনদ। অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই

করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও উৎপীড়িত মানুষের পক্ষে বিপ্লব-প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতেই তিনি প্রশ্নোক্ত চরণটির অবতারণা করেছেন।

৫. খ. কবি নিজেকে মহাভয় বলে অভিহিত করেছেন কেন?

খ উত্তর: অন্যায় অবিচার নিয়ে অপশক্তির মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই কবি নিজেকে 'মহাভয়' বলে অভিহিত করেছেন

পরাদীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হতে দেখেছেন কবি। এভাবে মানুষকে নিপীড়িত হতে দেখে সংক্ষুব্ধ হয়ে কবি বিদ্রোহের পথ বেছে নেন। এরই ধারাবাহিকতায় অন্যায় ও অসাম্য ঘোচাতে অত্যাচারীর মনে তিনি ভীতির সঞ্চার করতে। চান। এ লক্ষ্যে সকল অপশক্তির মনে ভয় হিসেবে আবির্ভূত হতে চান তিনি। এ জন্যই কবি নিজেকে 'মহাভয়' বলে অভিহিত করেছেন

৬. খ. কবি নিজেকে 'অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল' বলেছেন কেন?

খ উত্তর: নিয়ম-শৃঙ্খলার বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয় বলে কবি নিজেকে 'অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল' অভিহিত করে শৃঙ্খল ভাঙার বার্তা দিয়েছেন।

পরাদীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জাঁতাকলে মানুষকে নিষ্পেষিত হতে দেখে কবির হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তিনি দেখেছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেই আইন ও বাধ্যবাধকতার বেড়াজালে মানুষকে নাকাল হতে হয়। সংগত কারণেই তিনি আইনের এই বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি অনিয়ম দিয়ে প্রচলিত নিয়মকে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দিয়ে শৃঙ্খলিত ও প্রথাবদ্ধ জীবনব্যবস্থাকে ভাঙতে চেয়েছেন। এজন্যই কবি নিজেকে 'অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল' বলে অভিহিত করেছেন।

৭. খ. কবি নিজেকে 'অবমানিতের মরম বেদনা' বলেছেন কেন?

খ উত্তর: অবমানিত মানুষের বেদনাকে নিজের মাঝে অনুভব করায় কবি নিজেকে 'অবমানিতের মরম বেদনা' বলেছেন।

কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন মূলত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে। তিনি লক্ষ করেছেন, পরাদীন জাতি নানারূপ ভেদ-বৈষম্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। সমাজের একটি শ্রেণি হর্তাকর্তা হয়ে বাকিদের ওপর হুকুম জারি করছে, আর তাদের হাতে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। লাঞ্ছিত ও অপমানিত মানবাত্মার এই অন্তর্ঘাতনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন কবি। প্রশ্নোক্ত চরণটিতে তাদের প্রতি কবির সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

৮. খ. কবি নিজেকে 'ক্ষ্যাপা দুর্বাসা' বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

খ উত্তর: কবি বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে অপশক্তির প্রতিভূদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে নিজেকে 'ক্ষ্যাপা দুর্বাসা' বলেছেন।

পুরাণ মতে, দুর্বাসা অত্যন্ত কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট একজন মুনি। অনেকেই তাঁর কোপানলে দগ্ধ হন। ইনি তাঁর স্ত্রীকে শাপ দিয়ে ভস্ম করেন। তাঁর শাপে দেবরাজ ইন্দ্রও শ্রীভ্রষ্ট হন। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দুর্বাসা অনেক সময় উন্মত্তের মতো কাজ করতেন। ফলে দেবতারা পর্যন্ত তাঁকে ভয় পেতেন। আলোচ্য কবিতায়

কবি বিদ্রোহী হিসেবে অন্যায় ও অসাম্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই নিজেকে 'ক্ষ্যাপা দুর্বাঙ্গ' বলে অভিহিত করেছেন।

৯. খ. আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতার'- ব্যাখ্যা করো।

খ উত্তর: অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনার ধারক হিসেবে কবি নিজেকে বিদ্রোহী পুত্র বা সুত বলে অভিহিত করেছেন।

পরাদীন ভারতবর্ষে তখন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে সমাজে শক্ত আসন গেড়েছে অন্যায়-অত্যাচার ও বৈষম্য। সংগত কারণেই সমাজে জেকে বসা এই বৈষম্য ও অচলায়তনকে ভাঙতে চেয়েছিলেন কবি। এ লক্ষ্যেই তিনি উচ্চারণ করেন দ্রোহের পঙক্তিমালা। তাঁর এই দ্রোহ কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তিনি বিশ্বংসী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন। বিদ্রোহী চেতনার ধারক হিসেবে অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর এই নিরন্তর দ্রোহের বিষয়টি বোঝাতেই কবি নিজেকে বিশ্ব-বিধাতার বিদ্রোহী-সুত বা বীর পুত্র বলে অভিহিত করেছেন।

১০. খ. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিয়ম-কানুন মানতে চান না কেন? ব্যাখ্যা কর।

খ উত্তর: শােষকের অন্যায়-অত্যাচার বিদ্রোহী কবি মেনে নিতে রাজী নয়। তাই কবি চলার র তার সকল বাধা বিপতি উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কবি নিয়ম-কানুন মানতে চান না।

বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজের শক্তির বিদ্রোহীতা তুলে ধরেছেন। সেগুলো দিয়ে তিনি মানব সমাজে চলমান সমস্ত অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে চেয়েছেন। যারা মানুষের অধিকার হরণ করে এবং মানুষকে ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তারা মানুষের শত্রু। সেই শত্রুদের তৈরি নিয়ম-কানুন কবি মানতে চান না। তিনি শােষকের তৈরি সমস্ত নিয়ম ভেঙে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। এ কারণেই তিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে শােষকের জারি করা বিধিবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আর তাই তিনি নিয়ম-কানুন মানতে চান না।

১১. খ. 'আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী'- কথাটি কবি কেন বলেছেন? ব্যাখ্যা কর।

খ উত্তর: কবি নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী' কথাটি বলেছেন।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি অন্যায়, অত্যাচার দূর করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। বিদ্রোহী কবিতায় তিনি 'আমি' শব্দটি বারবার ব্যবহার করে এর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন। অন্য সব চরিত্রের মতোই কবি অর্ফিয়াসের উল্লেখ করেছেন। কবি তার মধ্যে সেই শক্তিমত্তা ও চেতনা অনুভব করেন। আর এ কারণেই কবি নিজেকে অর্ফিয়াসের বাঁশরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১২. খ. আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'- ব্যাখ্যা কর।

খ উত্তর: 'আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'- পঙক্তিটির মাধ্যমে কবি শাসকের অন্যায় শাসনতন্ত্র, নিয়ম-নীতি ভেঙে তথা তার চলার পথের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে

যাওয়াকে বুঝিয়েছেন। 'বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজের শক্তির বহুমাত্রিকতাকে বিভিন্ন অনুঘর্ষে তুলে ধরেছেন।

যেগুলো দিয়ে তিনি মানবসমাজে চলমান সমস্ত অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে চেয়েছেন। এ কারণে শাসকের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘােষণা করেছেন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী কবি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শাসকের জারি করা অন্যায় বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনি এখানে সমষ্টির মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করেছেন।

সারকথা : কবি তাঁর বিদ্রোহী সত্তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে এবং অসত্য ও অকল্যাণ বাধাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০১

চট্টগ্রামের ন্যাশনাল স্কুলের গণিতের শিক্ষক সূর্যসেনের মুক্ত ও স্বাধীন ভারত ছিল একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তাইতো আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশদের এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য মাস্টারদা প্রাণের বিনিময়ে একটি দেশপ্রেমে উদ্ভুদ্ধ বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিল সর্বাধিনায়ক সূর্যসেনের কণ্ঠ থেকে। চট্টগ্রামকে তিনদিন স্বাধীন রেখেছিলেন তিনি

ক. বিদ্রোহী কবিতা কত সালে প্রকাশিত হয়?

খ. কবি নিজেকে বেদুইন বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে কোন দিক থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাবের ধারক হতে পেরেছে কি? তোমার মতামত দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০১ এর উত্তর

ক উত্তর: বিদ্রোহী কবিতাটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

খ উত্তর: অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মানসিক দৃঢ়তার দিকটি তুলে ধরতেই কবি নিজেকে বেদুইন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বেদুইন হলো আরবের যাযাবর জাতি। এদের স্থায়ী কোনো আবাস নেই। কঠিন মরুভূমির বুকে এরা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে টিকে থাকে। মরুভূমির বিরূপ পরিবেশ বা শত প্রতিকূলতা তাদের দমন করতে পারে না। আলোচ্য অংশে কবি হতোদ্যম না হয়ে বেদুইনদের জীবনযুদ্ধের সাথে নিজের তুলনা করে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে নিজের দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করেছেন।

গ উত্তর: অপশক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিদ্রোহের স্বরূপ উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বেনিয়া শোষক গোষ্ঠী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের শোষণ-নির্যাতনে সামাজিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষের আত্মনাদ ব্যথিত করে কবিচিন্তকে। ফলে কবি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি আপসহীনভাবে এদেশ থেকে অন্যায় অবিচার দূর করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন।

উদ্দীপকের সূর্যসেনের কর্মকাণ্ড অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ তিনি ব্রিটিশ বেনিয়ামুক্ত স্বাধীন ভারত চেয়েছেন। ব্রিটিশদের অন্যায় অত্যাচারে ভারতবর্ষের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে সূর্যসেন দেশ থেকে তাদের বিতাড়নের জন্য বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনায়

উদ্ভুদ্ধ হয়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন। অসীম সাহস এবং আপসহীন মনোভাব নিয়ে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-সংগ্রাম চালিয়ে যান।

তাই বলা যায়, বিরুদ্ধ শক্তির কাছে মাথা নত না করার এই দৃঢ়তা উদ্দীপকের সঙ্গে কবিতাকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

ঘ উত্তর: দ্রোহচেতনা ও আপসহীনতার মনোভাব ব্যতীত অন্যান্য দিক অনুপস্থিত থাকায় উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাবের ধারক হতে পারেনি।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির দ্রোহচেতনার পাশাপাশি অর্ফিয়াসের বাঁশির সুরে মানুষকে বিমোহিত করার প্রসঙ্গও ফুটে উঠেছে। তাছাড়া কবিতায় মানবপ্রেম ও সাম্যচেতনাও প্রকাশ পেয়েছে। কবির মধ্যে দ্রোহ ও প্রেম দুই-ই উপস্থিত রয়েছে। সেজন্যই তিনি এক হাতে বাঁশের বাঁশরি আর অন্য হাতে রণতুর্য থাকার কথা বলেছেন। সর্বোপরি পুরাণে উল্লিখিত বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে কবি নিজের বিদ্রোহী রূপ প্রকাশ করেছেন আলোচ্য কবিতায়।

উদ্দীপকে বিপ্লবী সূর্যসেনের প্রতিবাদী চেতনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। সূর্যসেন ব্রিটিশ বেনিয়াদের অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রত্যাশায় বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তুলেছেন। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সূর্যসেনের এই বিদ্রোহী চেতনা তাঁকে করে তুলেছে স্বাধীন ভারতবর্ষের সূর্যসন্তান।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির প্রেম ও দ্রোহচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু উদ্দীপকে কেবল সূর্যসেনের দ্রোহচেতনাই বিদ্যমান। কবিতায় অপশক্তির বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহী চেতনার স্বরূপ, ঐতিহ্যচেতনা, ধ্বংসাত্মক রূপ, সৃষ্টির লক্ষ্যে ধ্বংসলীলাসহ নানাবিধ বিষয় স্থান পেয়েছে। এছাড়াও কবির অন্তর্হীন সংগ্রামী চেতনার মাধ্যমে কবিতার সমাপ্তি টানা হয়েছে। আর উদ্দীপকে বিদ্রোহী চেতনার বাইরে এসব বিষয়গুলো অনুপস্থিত।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাবের ধারক হতে পারেনি।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ২

“আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু

এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

সাত-সাতশ নরক-জ্বালা জ্বলে মম ললাটে।

মম ধূম-কুণ্ডলী করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে।

আমি স্রষ্টার বুক সৃষ্টি পাপের অনুতাপ-তাপ হাহাকার

আর মর্ত্যে শাহারা-গোবী-ছাপ

আমি অশিব তিষ্ঠ অভিশাপ।”

ক. বিদ্রোহী কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

খ. 'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'— একথা বলার কারণ কী?

গ. উদ্দীপকের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “উদ্দীপকটি বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাব ধারণ করে না” মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ২ এর উত্তর

ক উত্তর: সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় বিদ্রোহী কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

খ উত্তর: নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখকষ্ট ও আতঁচিংকার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কবি বিপ্লব-প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন বোঝাতে তিনি প্রশ্লোক কথ্য বলেছেন।

অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ নিরন্তর। যেখানেই তিনি অত্যাচার ও অনাচার দেখেছেন, সেখানেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। নিপীড়কের বিরুদ্ধে এবং আতঁ-মানবতার পক্ষে প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছেন তিনি। তাঁর হুংকারে কেঁপে উঠেছে অত্যাচারীর ক্ষমতার মসনদ। অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও উৎপীড়িত মানুষের পক্ষে বিপ্লব-প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতেই তিনি প্রশ্লোক চরণটির অবতারণা করেছেন।

গ উত্তর: উদ্দীপকের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হচ্ছে বিদ্রোহ চেতনা।

'বিদ্রোহী' কবিতায় নানা ব্যঞ্জনায কবির বিদ্রোহের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। যেখানেই অন্যায়-অত্যাচার দেখেছেন, সেখানেই তিনি বিদ্রোহের অগ্নিমন্ড্রে ফুঁসে উঠেছেন। বিশেষ করে পরাধীন মাতৃভূমিতে

বিজাতীয় শাসকদের আগ্রাসন ও শোষণ-নির্যাতন তাঁকে পীড়িত করেছে। সংগত কারণেই এই অপশক্তির বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করেছেন তিনি। বস্তুত, মানুষ হয়ে মানুষের ওপর প্রভুত্ব ফলানো সামন্ত প্রভুদের ধ্বংসের মধ্যেই তিনি মুক্তির নতুন আলো দেখতে পেয়েছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বিপ্লবী মানসের বারংবার ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে। কালের খেয়ালে ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হলেও বিপ্লবী চেতনার মৃত্যু নেই। সময় পরিক্রমায় তা একজন থেকে অন্যজনে সঞ্চারিত হয়। ফলে বিপ্লবীর বজ্রকঠোর আহ্বানে পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে আসে। শিব বা মহাদেবের ত্রিনয়নও তখন অন্ধকারে ঢেকে যায়। প্রভুত্ব ফলানো নরপিশাচদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের প্রত্যাঘাতে। তথাকথিত সামন্ত প্রভুদের কাছে তারা যেন মূর্তিমান অভিশাপে পরিণত হয়।

বিপ্লব-বিদ্রোহের এই বিধ্বংসী রূপটি আলোচ্য কবিতায়ও একইভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে বীর ধর্মের অনুসারী কবি সামন্ত প্রভুদের তৈরি সকল নিয়ম ও শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে প্রয়াসী হয়েছেন। অর্থাৎ উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। এটিই উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক।

ঘ উত্তর: উদ্দীপকের কবিতাংশে কেবল বিদ্রোহী চেতনার দিকটি ফুটে ওঠায় তো 'বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাবে ধারণ করতে পারেনি।

আলোচ্য কবিতাটি কবির বিদ্রোহী চেতনার এক অনন্য প্রকাশ। বিদ্রোহের স্বরূপ উদ্ঘাটনে কবিতাটি অনন্য মাইলফলকও বটে। তবে এ কবিতায় শুধু দ্রোহ চেতনাই নয়, সেখানে বিদ্রোহী হিসেবে কবির আত্মপরিচয়, প্রেম ও দ্রোহের স্বরূপসহ বিচিত্র বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও কবিতাটিতে আর্ত-মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে কবি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বিদ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অন্যায় ও অসাম্য ঘোচাতে সেখানে বিপ্লবী সত্তার পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এই বিদ্রোহী সত্তা অকুতোভয় ও মানবকল্যাণে নিবেদিত। শত প্রতিবন্ধকতাও তার পথ রুদ্ধ করতে পারে না। অন্যায়ের প্রতিভূদের জন্য সাক্ষাৎ অভিশাপ হিসেবে আবির্ভূত হয় সে। আলোচ্য 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও কবি তাঁর বিদ্রোহী সত্তার এমন বৈশিষ্ট্যের কথাই তুলে ধরেছেন। যেখানে পরাধীন জন্মভূমিতে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি দ্রোহ করেছেন সমাজে বিরাজমান অপশাসন ও অচলায়তনের বিরুদ্ধে। তাঁর বিশ্বাস, এই অচলায়তন ভেঙেই একদিন দেখা মিলবে মুক্তিপথের। একইভাবে, উদ্দীপকের কবিতাংশেও কবি মহাবিপ্লবের কথা বলেছেন। অর্থাৎ উভয়স্থানে বজ্রনির্ঘোষ বিপ্লবের কথা প্রকাশিত হলেও কবিতাটির ব্যাপ্তি উদ্দীপকের কবিতাংশের তুলনায় ব্যাপক। তাছাড়া এ কবিতায় মানবতাবোধে উদ্ভাসিত কবির সদন্ত উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মুহূর্তের জন্যও তিনি অপশক্তির কাছে মাথা নিচু করতে রাজি নন। সর্বোপরি কবির বিপ্লব-প্রতিবাদের পেছনে রয়েছে মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা। আলোচ্য কবিতার এ সকল বিষয় উদ্দীপকের কবিতাংশে উঠে আসেনি। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৩

(i) শ্বেত শত বাসিনী ন রক্তাশ্বধারিণী মা,

ধ্বংসের বুকে মাসুক মা তোর

সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।

(ii) এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ক. 'ভীম' শব্দের অর্থ কী?

খ. কবি নিজেকে মহাভয় বলে অভিহিত করেছেন কেন?

গ. উদ্দীপক (i)-এর সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "উদ্দীপক (ii)-এর বক্তব্য যেন 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির মনোভাবের সমদর্শী"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করে।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৩ এর উত্তর

ক উত্তর: 'ভীম' শব্দের অর্থ ভীষণ বা ভয়ানক।

খ উত্তর: অন্যায় অবিচার নিয়ে অপশক্তির মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই কবি নিজেকে 'মহাভয়' বলে অভিহিত করেছেন

পরাদীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত শোষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হতে দেখেছেন কবি। এভাবে মানুষকে নিপীড়িত হতে দেখে সংস্কুদ্ধ হয়ে কবি বিদ্রোহের পথ বেছে নেন। এরই ধারাবাহিকতায় অন্যায় ও অসাম্য ঘোচাতে অত্যাচারীর মনে তিনি ভীতির সঞ্চার করতে। চান। এ লক্ষ্যে সকল অপশক্তির মনে ভয় হিসেবে আবির্ভূত হতে চান তিনি। এ জন্যই কবি নিজেকে 'মহাভয়' বলে অভিহিত করেছেন

গ উত্তর: উদ্দীপকে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি উঠে এসেছে, যা 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

"বিদ্রোহী" কবিতায় কবির মুখে নিরন্তর বিদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তিনি যে কেবল বিদ্রোহই করে যাবেন তা নয়। তাঁর দ্রোহের মূল কারণ সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা। তিনি যে বারংবার তাঁর ধ্বংসকামী মনের পরিচয় দিয়েছেন; তার কারণ শোষণ-বর্ণনাহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা। তিনি মনে করেন, বিদ্রোহ অর্থাৎ ধ্বংসের মধ্য দিয়েই নতুন সমাজ গড়ে উঠবে।

(i) নং উদ্দীপকের কবিতাংশে দেবীর বিধ্বংসী রূপের ভজনা করা হয়েছে মহৎ উদ্দেশ্যেই। মায়ের শ্বেতশুভ্র রূপ যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, যুগের প্রয়োজনে তাঁর রক্তমাখা রূপই নজরুলের কাম্য। যুগের দাবি মেটাতেই তাঁকে পরতে হবে রক্তাশ্বধারিণী। কবি মনে করেন, অত্যাচারীকে ধ্বংস করে ন্যায়পরায়ণ পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হবে দেবীর হাতে। আলোচ্য 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও কবি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কবি সেখানে অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তিসহ সকল অপশক্তির ধ্বংস কামনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি স্বপ্ন দেখেছেন শোষণ-বর্ণনাহীন এক নতুন পৃথিবীর। সকল অশুভকে মুছে দিয়ে সেই নতুন দিনের প্রত্যাশাতেই তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম-বিদ্রোহ। সে বিবেচনায় উদ্দীপকটিতে আলোচ্য কবিতায় উঠে আসা ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন দিনের সূচনার দিকটিই ফুটে উঠেছে।

বিদ্রোহী কবিতার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

ঘ উত্তর: (ii) নং উদ্দীপকে দেশকে স্বাধীন করতে বঙ্গবন্ধুর অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার আপসহীন মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, যা 'বিদ্রোহী' কবিতার কবির মনোভাবের সমদর্শী।

'বিদ্রোহী' কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদস্ত বিদ্রোহী সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে। আলোচ্য কবিতায় কবি বিদ্রোহকে একটি আদর্শিক রূপ দান করেছেন। তাঁর মতে, অপশক্তি যতোই শক্তিশালী হোক না কেন একজন বিদ্রোহীকে মাথা নত না করার মানসিকতা থাকতে হবে। এমনটি হলে বাধা যতো বড়োই হোক না কেন তা খুব সহজেই অতিক্রম করা যাবে।

(ii) নং উদ্দীপকে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। তিনি দেশের মানুষের মুক্তির জন্য, তাদের স্বাধীনতার জন্য শৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি যে আদর্শকে লালন করেন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর এই ঘোষণায়। তাঁর দ্রোহ নিপীড়ক অপশক্তির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ নৈতিক আদর্শবোধের ক্ষেত্রে তিনি আপসহীন। তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় এখানে ফুটে উঠেছে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই আলোচ্য কবিতার কবির চেতনায়।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি সকল অনিয়মের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি সকল অনিয়মের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। কবির এই দুর্দমনীয় ও বিধ্বংসী বিদ্রোহী কবিসত্তার মূল প্রেরণা কবির মানবতাবোধ। মানবপ্রেমের আদর্শে উদ্ভুদ্ধ হয়েই তিনি বিদ্রোহ করেছেন অনাচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে তিনি আপসহীন মনোভাব পোষণ করেন। একইভাবে, উদ্দীপক (ii)-এর বঙ্গবন্ধুর ঘোষণায় ফুটে উঠেছে সাধারণ মানুষকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষার নির্দেশনা। অর্থাৎ 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি এবং উদ্দীপক (ii)-এর বঙ্গবন্ধু আদর্শবোধের চেতনায় আপসহীন ও বিধ্বংসী। ফলাফল যাই হোক তাঁরা কোনোমতেই অপশক্তির কাছে মাথা নত করবেন না।

পরিশেষে বলা যায়, (ii) নং উদ্দীপকে দেশকে স্বাধীন করতে বঙ্গবন্ধুর অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার আপসহীন মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, যা 'বিদ্রোহী' কবিতার কবির মনোভাবের সমদর্শী।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৪

“মুক্তি আলোকে ঝলমল করে আঁধারের যবনিকা দু’শ বছরের নিষ্ঠুর শাসনে গড়া যে পাষণ্ডবেদি নতুন প্রাণের অঙ্কুর জাগে তারই অন্তর ভেদী। নব ইতিহাস রচিব আমরা মুছি কলঙ্ক লেখা।”

ক. ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

খ. কবি নিজেকে ‘অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল’ বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে, তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশটি ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূলভাবকে কতটুকু প্রতিফলিত করতে পেরেছে? যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৪ এর উত্তর

ক উত্তর: ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

খ উত্তর: নিয়ম-শৃঙ্খলার বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে অন্যায্য, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয় বলে কবি নিজেকে ‘অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল’ অভিহিত করে শৃঙ্খল ভাঙার বার্তা দিয়েছেন।

পরাদীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জাঁতাকলে মানুষকে নিষ্পেষিত হতে দেখে কবির হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তিনি দেখেছেন, অন্যায্যের প্রতিবাদ করতে গেলেই আইন ও বাধ্যবাধকতার বেড়াজালে মানুষকে নাকাল হতে হয়। সংগত কারণেই তিনি আইনের এই বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ লক্ষ্য সামনে রেখেই তিনি অনিয়ম দিয়ে প্রচলিত নিয়মকে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দিয়ে শৃঙ্খলিত ও প্রথাবদ্ধ জীবনব্যবস্থাকে ভাঙতে চেয়েছেন। এজন্যই কবি নিজেকে ‘অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল’ বলে অভিহিত করেছেন।

গ উত্তর: উদ্দীপকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় উঠে আসা ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুনের সূচনার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় নিরন্তর বিদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হলেও তা লক্ষ্যহীন নয়। কবি জন্মজন্মান্তরে শুধু বিদ্রোহই করে যাবেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং তাঁর ঈঙ্গিত শোষণ ও বঞ্চনাহীন সমাজ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে এ বিদ্রোহেরও অবসান ঘটবে। এছাড়াও তিনি বিদ্রোহ করতে গিয়ে বারবার ধ্বংসকামী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, নিজেকে নানা বিধ্বংসী রূপে কল্পনা করেছেন। তবে তাঁর এই বিধ্বংসী রূপ সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই চালিত।

উদ্দীপকের কবিতাংশে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন-শোষণের অবসান কামনা করা হয়েছে। কবি মনে করেন, সেদিন হয়তো খুব দূরে নয়, যখন এ অন্ধকার যুগের পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে আলো ঝলমলে নতুন দিনের সূচনা হবে। জাতীয় জীবনের কলঙ্করেখা মুছে গিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে সেদিন, সূচনা হবে সোনালি ভবিষ্যতের।

আলোচ্য 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও কবি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কবি সেখানে অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তিসহ সকল অপশক্তির ধ্বংস কামনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি স্বপ্ন দেখেছেন শোষণ-বঞ্চনাহীন এক নতুন পৃথিবীর। সকল অশুভকে মুছে দিয়ে সেই নতুন দিনের প্রত্যাশাতেই তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম বিদ্রোহ। সে বিবেচনায় উদ্দীপকটিতে আলোচ্য কবিতায় উঠে আসা ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন দিনের সূচনার দিকটিই ফুটে উঠেছে।

ঘ উত্তর: উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাবকে আংশিক প্রতিফলিত করতে পেরেছে।

"বিদ্রোহী" কবিতায় অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে কবির দ্রোহের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। এ কবিতায় পরাধীন ভারতবর্ষের সমস্যাসংকুল আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে বিপর্যস্ত জাতির মুখপাত্র হিসেবে কবি নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই কবিকে এমন অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। সর্বোপরি কবিতাটিতে তিনি অপশক্তির কুপ্রভাব দূর করে একটি বৈষম্যহীন ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন।

উদ্দীপকে দুইশ বছরের ব্রিটিশ শাসন-শোষণের অন্ধকার অধ্যায়কে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। মুক্তির আলোকে জাতীয় জীবন বলমলে হয়ে ওঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে সেখানে। কবির বিশ্বাস, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের পাষণ্ডবেদি একদিন ধ্বংস হবেই, সূচনা হবে নতুন দিনের। একইভাবে, 'বিদ্রোহী' কবিতার কবিও অপশাসন ও সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে দ্রোহ করেছেন। তবে কবির ধ্বংসকামী বিদ্রোহী রূপটি শোষণ-নির্যাতনবিহীন এক নতুন পৃথিবী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই চালিত।

'বিদ্রোহী' কবিতা ও আলোচ্য উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই অপশক্তির ধ্বংস কামনা করা হয়েছে। তবে এই ধ্বংসের মূল উদ্দেশ্য বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়া। তবে এটিই আলোচ্য কবিতার একমাত্র বিষয় নয়। কেননা, এ বিষয়টি ছাড়াও সেখানে কবির দ্রোহের স্বরূপ এবং এর অন্তর্গত প্রেরণা হিসেবে মানবতাবোধকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে এ সকল বিষয়ের উল্লেখ নেই। তাছাড়া কবিতাটির বিস্তৃত পরিসরে উঠে আসা নানা চিত্রকল্প এবং পৌরাণিক অনুষ্ণের যে ব্যবহার আমরা দেখতে পাই, উদ্দীপকের কবিতাংশে তা অনুপস্থিত।

সে বিবেচনায়, উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাবকে আংশিক প্রতিফলিত করতে পেরেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৫

"হয় ধান নয় প্রাণ" এ শব্দে সারাদেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তারা।
শাবাশ, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

ক. কবি কী ছাপিয়ে ছুটে যেতে চান?

খ. কবি নিজেকে 'অবমানিতের মরম বেদনা' বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রতিফলিত চেতনা 'বিদ্রোহী' কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কি? বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৫ এর উত্তর

ক উত্তর: কবি মহাকাশ ছাপিয়ে ছুটে যেতে চান।

খ উত্তর: অবমানিত মানুষের বেদনাকে নিজের মাঝে অনুভব করায় কবি নিজেকে 'অবমানিতের মরম বেদনা' বলেছেন।

কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন মূলত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে। তিনি লক্ষ করেছেন, পরাধীন জাতি নানারূপ ভেদ-বৈষম্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। সমাজের একটি শ্রেণি হর্তাকর্তা হয়ে বাকিদের ওপর হুকুম জারি করছে, আর তাদের হাতে প্রতিনিয়ত লাঞ্চিত ও নির্যাতিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। লাঞ্চিত ও অপমানিত মানবাত্মার এই অন্তর্ঘাতনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন কবি। প্রশ্নোক্ত চরণটিতে তাদের প্রতি কবির সহমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

গ উত্তর: উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'বিদ্রোহী' কবিতার কবির বিদ্রোহী চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বিদ্রোহী' কবিতায় আত্মজাগরণে উন্মুখ কবির সদস্ত আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে। কবিতায় কবি সগর্বে নিজের বিদ্রোহী কবিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেন। কবি আলোচ্য কবিতায় সকল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি অত্যাচারীর উৎপীড়ন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত শান্ত হবেন না বলেও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। উদ্দীপকের কবিতাংশে অধিকার আদায়ে বাঙালির দৃঢ় প্রত্যয়ের দিকটি উঠে এসেছে। তাঁরা তাদের প্রাপ্য ধানের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। এখানে বাঙালির স্বাধীন বিদ্রোহী সত্তার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। তারা এত অত্যাচারিত হয়েছে যে, আজ আর মৃত্যুর ভয়ে ভীত নয়।

বাঙালির এমন সাহসী সত্তার জাগরণে পুরো পৃথিবী অবাক হয়েছে। আলোচ্য কবিতাতেও কবির এমন চেতনার জাগরণই আমরা প্রত্যক্ষ করি। উদ্দীপকের কবিও বাঙালির মতো কোনোমতেই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবেন না।

সুতরাং উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হচ্ছে এর বিদ্রোহী চেতনায়।

ঘ উত্তর: উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রতিফলিত চেতনা 'বিদ্রোহী' কবিতার কবির অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার মানসিকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি সকল অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী কবিসত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর এ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের শক্তি উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেছেন তিনি। কবিতার শেষে তিনি অত্যাচারীর অবসান কামনা করেছেন। তিনি এও ঘোষণা করেন, উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দনরোল যতদিন পর্যন্ত প্রশমিত না হবে ততদিন তাঁর বিদ্রোহী সত্তা শান্ত হবে না।

উদ্দীপকের কবিতাংশে বাঙালির আপসহীন মানসিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে। তারা তাদের প্রাপ্য ধানের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে পারে, তবু তাদের ন্যায্য অধিকার ছাড়বে না। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত হওয়ার ফলে মৃত্যুর ভয়কেও এখন তারা ভুলে গেছে। আজ তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। আর তাই জ্বলে-পুড়ে ছারখার হলেও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না তারা। "বিদ্রোহী' কবিতার কবির ক্ষেত্রেও আমরা এমন দৃঢ়চেতা মনোভাবই লক্ষ্য করি।

"বিদ্রোহী' কবিতায় কবির যে বিদ্রোহী সত্তার জাগরণ আমরা লক্ষ্য করি, উদ্দীপকের কবিতাংশে বর্ণিত বাঙালির আত্মজাগরণে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। উভয়স্থানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি যেমন তাঁর বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছেন, তেমনি উদ্দীপকে বাঙালিজাতি চরম অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েও মাথা নত না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় একই চেতনা কাজ করেছে, আর তা হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব।

সুতরাং উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রতিফলিত চেতনা 'বিদ্রোহী' কবিতার কবির অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার মানসিকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৬

বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?

এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি,

আমরা সবাই যে যার প্রহরী

কোটি করাঘাত পৌঁছোক দ্বারে

উঠুক ডাক ।

উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে

জ্বলুক আগুন গরিবের হাড়ে

ভীরা থাক ।

ক. 'নিশাবসান' শব্দের অর্থ কী?

খ. কবি নিজেকে 'ক্ষ্যাপা দুর্বাসা' বলেছেন কেন? ব্যাখ্যা করো ।

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশের সঙ্গে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্য নিরূপণ করো।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাবকে কতটা প্রতিফলিত করতে পেরেছে? উত্তরের পক্ষে মতামত দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৬ এর উত্তর

ক উত্তর: 'নিশাবসান' শব্দের অর্থ- রাতের শেষ বা অবসান।

খ উত্তর: কবি বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে অপশক্তির প্রতিভূদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে নিজেকে 'ক্ষ্যাপা দুর্বাসা' বলেছেন।

পুরাণ মতে, দুর্বাসা অত্যন্ত কোপন-স্বভাব বিশিষ্ট একজন মুনি। অনেকেই তাঁর কোপানলে দগ্ধ হন। ইনি তাঁর স্ত্রীকে শাপ দিয়ে ভস্ম করেন। তাঁর শাপে দেবরাজ ইন্দ্রও শ্রীভ্রষ্ট হন। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দুর্বাসা অনেক সময় উন্মত্তের মতো কাজ করতেন। ফলে দেবতারা পর্যন্ত তাঁকে ভয় পেতেন। আলোচ্য কবিতায় কবি বিদ্রোহী হিসেবে অন্যায় ও অসাম্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই নিজেকে 'ক্ষ্যাপা দুর্বাসা' বলে অভিহিত করেছেন।

গ উত্তর: দ্রোহ চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকের কবিতাংশের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয় ।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিবিধ, উপমায় ও প্রকরণে তাঁর বিদ্রোহী চেতনাকে মূর্ত করে তুলেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সামাজিক নানা অসংগতি ও অন্যায়-অত্যাচার কবিকে আহত করেছিল। এমন পরিস্থিতির বিপরীতে শোষণ-বৈষম্যহীন এক শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর লক্ষ্যে কবি বিদ্রোহ করেছেন। কবির এই দ্রোহ মূলত মানবমুক্তির লক্ষ্যে শান্তিপ্রিয় মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ।

উদ্দীপকের কবিতাংশে দ্রোহের আহ্বান জানানো হয়েছে। কবিতাংশটির কবি মনে করেন, এটাই দ্রোহের প্রকৃষ্ট সময়। আর তাই সকল অত্যাচার অনাচারের অবসানকল্পে সাহসী ও প্রতিবাদী জনতাকে নিয়ে অত্যাচারীর দ্বারে কঠিন করাঘাত করতে চান তিনি। একইভাবে, 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও কবি অন্যায়, অসাম্য ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন দ্রোহের পঙক্তিমালা । আর্ত ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই তাঁর এই দ্রোহের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই কবিদ্বয় সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে দ্রোহ করেছেন।

তাই বলা যায়, দ্রোহ চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকের কবিতাংশের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয় ।

ঘ উত্তর: উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাবকে আংশিক প্রতিফলিত করেছে বলেই আমি মনে করি।

'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিদ্রোহকে একটি আদর্শ ও চেতনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিরন্তর বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তিনি প্রচলিত নিয়মকানুনের শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মনোভাব রাখেন। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন দিনের সূচনাই কবির মূল লক্ষ্য। এসবের পেছনে কবিমনে একটি বিষয়ই ক্রিয়াশীল ছিল । তা হলো আর্তমানবতার কল্যাণ ।

উদ্দীপকের কবির বিদ্রোহী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অন্যায় ও অসাম্য দূর করে সাম্য, প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তাঁর এই দ্রোহ। এ লক্ষ্যে প্রতিবাদী মনোভাবাপন্ন সকলকে সাথে নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে চান। প্রচণ্ড করাঘাত করতে চান অত্যাচারীর দ্বারে। কবির বিশ্বাস, সাহসীরা তাঁর সঙ্গে এগিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে ভীকৃদের তিনি সঙ্গী করতে চান না। একইভাবে, আলোচ্য কবিতাতেও কবি সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

"বিদ্রোহী" কবিতায় কবির বিদ্রোহী সত্তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। বৈষম্য ও শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এই কবিসত্তা দুর্দমনীয় ও বিধ্বংসী। আর তার মূলগত প্রেরণা কবির মানবতাবোধ। মানবপ্রেমের আদর্শে

উজ্জীবিত হয়েই তিনি বিদ্রোহ করেছেন অনাচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে তিনি আপসহীন মনোভাব পোষণ করেন। উদ্দীপকের কবিতাংশে দ্রোহের এমন উদ্দেশ্যের কথা জানা যায় না। সেখানে কেবল বিদ্রোহের বাণীই উচ্চারিত হয়েছে। আলোচ্য কবিতার মতো আদর্শ বা মানবপ্রেমের কথা সেখানে নেই।

সে বিবেচনায়, উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাবকে আংশিক প্রতিফলিত করেছে বলেই আমি মনে করি।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৭

তুমিই আমার মাঝে আসি' অসিতে মোর বাজাও বাঁশি, আমার পূজার যা আয়োজন তোমার প্রাণের হবি।'

ক. অফিয়াসের পিতা এ্যাপোলো ছাড়া অন্য কে হতে পারে বলে মত পাওয়া যায়?

খ. আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাতর'- ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা বিদ্রোহের বীজ 'বিদ্রোহী' কবিতার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. "প্রেম ও দ্রোহের সমন্বয় উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতায় সমান্তরালরূপে প্রকাশিত হয়েছে"- বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৭ এর উত্তর

ক উত্তর: অফিয়াসের পিতা এ্যাপোলো ছাড়া থেসের রাজা ইগ্রাস হতে পারে বলে মত পাওয়া যায়।

খ উত্তর: অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনার ধারক হিসেবে কবি নিজেকে বিদ্রোহী পুত্র বা সুত বলে অভিহিত করেছেন।

পরাদীন ভারতবর্ষে তখন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে সমাজে শক্ত আসন গেড়েছে অন্যায়-অত্যাচার ও বৈষম্য। সংগত কারণেই সমাজে জেঁকে বসা এই বৈষম্য ও অচলায়তনকে ভাঙতে চেয়েছিলেন কবি। এ লক্ষ্যেই তিনি উচ্চারণ করেন দ্রোহের পঙক্তিমালা। তাঁর এই দ্রোহ কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তিনি বিশ্বংসী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন। বিদ্রোহী চেতনার ধারক হিসেবে অন্যায় ও অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর এই নিরন্তর দ্রোহের বিষয়টি বোঝাতেই কবি নিজেকে বিশ্ব-বিধাতার বিদ্রোহী-সুত বা বীর পুত্র বলে অভিহিত করেছেন।

গ উত্তর: উদ্দীপকে ফুটে ওঠা বিদ্রোহের বীজ অর্থাৎ প্রেমানুভূতির দিকটি কবির বিদ্রোহের প্রেরণা হিসেবে প্রতীয়মান হওয়ার দিক থেকে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাথে সম্পর্কিত।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি পরাদীনতা ও অচলায়তনের বিরুদ্ধে কবির দুর্মর দ্রোহের বহিঃপ্রকাশ। আত্মানুসন্ধানী

কবি পরাধীন ভারতবর্ষের শৃঙ্খলিত জীবন ও বৈষম্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিবিড়ভাবে। সংগত কারণেই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক এই অচলায়তনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছিলেন তিনি কিন্তু একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, কবির দ্রোহের বীজ লুকিয়ে আছে তাঁর প্রেমানুভূতিতে। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তাঁকে দ্রোহের পথে চালিত করেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রেয়সীর প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। কবির বিদ্রোহী সত্তা প্রেয়সীর অনুরাগের স্পর্শেই প্রেমিক সত্তায় পরিণত হয়েছে পক্ষান্তরে, প্রিয়ার প্রেমই তাঁর বিদ্রোহের অনুঘটক। অর্থাৎ বিদ্রোহী কবি প্রেমিক কবিরই রূপান্তর মাত্র। একইভাবে, আপন সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ্রোহী কবিতার কবি বলেছেন— “মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তুর্য।” অর্থাৎ প্রেম এবং দ্রোহ এ দুয়ের সমন্বয়েই কবির অস্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করে। মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণেই তিনি দ্রোহ করেছেন। সংগত কারণেই কবির এই দ্রোহ তার প্রেমিক সত্তারই ভিন্ন রূপ।

উদ্দীপকের কবিতাংশেও দ্রোহের মাঝে প্রেমের সন্নিবেশ ঘটতে দেখা যায়। সে বিবেচনায় উদ্দীপকে ফুটে ওঠা বিদ্রোহের বীজ তথা প্রেমানুভূতি কবির বিদ্রোহের প্রেরণা হিসেবে আলোচ্য কবিতার সাথে সম্পর্কিত।

ঘ উত্তর: প্রেম ও দ্রোহের সাবলীল প্রকাশ দেখে বলা যায় যে, উক্তিটি যথার্থ।

‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূলসুর বিদ্রোহী চেতনা হলেও সেই বিদ্রোহের বীজ লুক্কায়িত আছে প্রেমে। কেননা, মানুষের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে কেউ অন্যের দুঃখ-বেদনা নিজের মাঝে অনুভব করতে পারে না। কবিও ...তার ব্যতিক্রম নন। তিনি সর্বগ্রাসী বিদ্রোহী রূপ ধারণ করেছেন মূলত প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই। মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাঁকে দ্রোহের পথে চালিত করেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবির প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। কবির প্রেয়সীর করস্পর্শে তাঁর বিদ্রোহের বা যুদ্ধের অসি বাঁশিতে রূপ নেয়। অর্থাৎ কবির কাছে অসি আর বাঁশি সমার্থক; যখন যেটা প্রয়োজন, তখন সেটার ব্যবহার করেছেন তিনি। তবে কবির অস্তিত্বজুড়ে রয়েছে তাঁর প্রেমিক সত্তা। এই প্রেমিক সত্তাই তাঁকে দুর্মর দ্রোহের পথ দেখিয়েছে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ‘বিদ্রোহী’ কবিতায়। বিদ্রোহী রূপে তাঁর যে বিধ্বংসী রূপ, তা মূলত প্রেমময় একটি সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণের লক্ষ্যে। তাই কবির কাছে প্রেম আর দ্রোহ সমার্থক।

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় ও উদ্দীপকে যুগপৎ প্রেম ও দ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে। আসলে যার হৃদয়ে প্রেম নেই, তার পক্ষে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। আলোচ্য কবিতার কবির ক্ষেত্রেও বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে মানবপ্রেমকে কেন্দ্র করেই। অর্থাৎ নিপীড়িত মানুষের হাহাকারই কবিকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। উদ্দীপকের কবিতাংশেও আমরা কবিচিত্তের প্রেমময় রূপটি প্রত্যক্ষ করি। প্রেয়সীর ভালোবাসায় নিমগ্ন কবির যুদ্ধের অসিই যেন রূপ নেয় বাঁশিতে, তাঁর অন্তরে বেজে চলে সেই মোহন বাঁশির সুর। অর্থাৎ আলোচ্য কবিতা বা উদ্দীপকের কবিতাংশ উভয় ক্ষেত্রে দ্রোহের অন্তরালে কবিদ্বয়ের প্রেমময় রূপটিই প্রতিভাত হয়।

সে বিবেচনায় প্রেম ও দ্রোহের সাবলীল প্রকাশ দেখে বলা যায় যে, উক্তিটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৮

যতাই চাও না কেন আমার কণ্ঠ তুমি থামাতে পারবে না,
যতাই করবে রুদ্ধ ততাই দেখবে আমি ধ্বনি প্রতিধ্বনিময়।
আমার কণ্ঠকে কেউ কোনােদিন থামাতে পারেনি যেমন পারেনি কেউ কোনােকালে ঠেকাতে
অরুণােদয়,
চাও বা না চাও নৈঃশব্দেও যদি কান পাতাে শুনবে আমারই কণ্ঠস্বর ।

- ক. 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
খ. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিয়ম-কানুন মানতে চান না কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের মিলের দিকটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপক ও বিদ্রোহী কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।"- মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর ।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৮ এর উত্তর

ক) 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।

খ) শােষকের অন্যায়-অত্যাচার বিদ্রোহী কবি মেনে নিতে রাজী নয়। তাই কবি চলার র তার সকল বাধা বিপতি উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কবি নিয়ম-কানুন মানতে চান না।

বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজের শক্তির বিদ্রোহীতা তুলে ধরেছেন। সেগুলোে দিয়ে তিনি মানব সমাজে চলমান সমস্ত অনিয়ম, উচ্ছঙ্খলতা দূর করতে চেয়েছেন। যারা মানুষের অধিকার হরণ করে এবং মানুষকে ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তারা মানুষের শত্রু। সেই শত্রুদের তৈরি নিয়ম-কানুন কবি মানতে চান না। তিনি শােষকের তৈরি সমস্ত নিয়ম ভেঙে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান। এ কারণেই তিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে শােষকের জারি করা বিধিবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আর তাই তিনি নিয়ম-কানুন মানতে চান না।

গ) 'বিদ্রোহী' কবিতার চেতনার সঙ্গে উদ্দীপকের চেতনাগত দিকটির মিল রয়েছে।

একজন মানুষের তার নিজস্ব স্বাধীনতা রয়েছে। তার নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না। কারণ বিদ্রোহ ঘােষণা করতে পারে। অনেক মানুষ তাদের অধিকার ঘরে তুলতে প্রতিবাদ জানায়। আর তারা সবাইক এক হয়ে প্রতিরােধ গড়ে তুলে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। কারণ শাসন ও শােষণ করে মানুষকে,খুব বেশি দিন দমিয়ে রাখা যায় না।

উদ্দীপকের কবিতাংশে সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে শত্রুরা যতই কবির কণ্ঠরােধ করার চেষ্টা করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তারা সফল হবে না। কারণ কবির জাতিগত ঐক্যের ধ্বনি 'আমি' প্রতিধ্বনিময় হয়ে বিস্তার লাভ করবে। তখন তারা কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না। যেমন ঠেকানাে যায় না প্রকৃতির নিয়মে ওঠা অরুণােদয়কে।

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি ঔপনিবেশিক রাজশক্তির সমস্ত অন্যায়-অবিচারের বিরোধিতা করেছেন। এই বিদ্রোহের শক্তি তার একার শক্তি নয়, সমস্ত নির্যাতিত মানুষের ঐক্যশক্তি। এখানে কবি পৃথিবীল অনিয়ম, শোষণ, বঞ্চণা থেকে সবাইকে মুক্তি দিতে বদ্ধ পরিকর।

পরিশেষে আমার মনে হয়, ‘বিদ্রোহী’ কবিতার চেতনার সঙ্গে উদ্দীপকের মিল রয়েছে।

ঘ উত্তর: “উদ্দীপক ও ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।”- মন্তব্যটি যথার্থ।

একজন বীরের ধর্ম হচ্ছে বীরত্ব নিয়ে দেশের মানুষকে শাসকদের থেকে মুক্ত করা। আর এ লক্ষ্যেই জাতির আত্মজাগরণ ঘটে। বীর সেই ব্যক্তি যে অন্যর অধিকার রক্ষার্থে নিজেই বিদ্রোহী ঘোষণা করে। বীর ধিকার রক্ষায় শ্রদ্ধাশীল ও আত্মবিশ্বাসী। মানুষ তখন তার অধিকার রক্ষা করতে পারবে যখন সবাইক ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করবে।

উদ্দীপকে আত্মমর্যাদা ও নিজের অধিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ মানুষের প্রতিবাদের কথা বলা হয়েছে। প্রতিবাদী চেতনার জাতিকে কেউ কোনো দিন ঠেকাতে পারবে না। কোনো শক্তির পক্ষেই তা সম্ভব নয়। কারণ বিদ্রোহী বিদ্রোহী ঘোষণার মাধ্যমে মানুষ একত্র হয়, সংগ্রামী হয়।

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি আত্মজাগরণ ঘটিয়ে শাসকদের হাত থেকে নির্যাতিতদের মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দাড়িয়েছেন। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শাসকদের শাসন শোষণ বন্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর বিদ্রোহ-প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন। তাঁর সেই সাহসী সংগ্রামী, সে একজন বিদ্রোহী নাগরিক। চেতনাকে কেউ স্তান করতে পারবে না।

উদ্দীপক দেখি শোষণ, সুবিধাবাদী যতই চাকনাকেন তাদের চাওয়া কখনো পূরণ হবে না। যতই নিপীড়িত মানুষের অধিকারের কণ্ঠ কোনদিন নিস্তব্ধ করা যায় না। অন্যদিকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার পরতে পরতে উচ্চারিত হয়েছে মানব মুক্তির জয়গান। বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে অধিকার আদায়ের, শোষণের আগল ভেঙেফেলার জন্য। কবির চেতনায় মুক্তিকামী মানুষের আতর্ চিৎকার।

তাই বলা যায় যে, “উদ্দীপক ও ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।”- মন্তব্যটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৯

বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?
এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী।
উঠুক ডাক।
উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরিবের হাড়ে
কোটি করাঘাত পৌছোক দ্বারে
ভীরুরা থাক।
মানবাে না বাধা, মানবাে না ক্ষতি,
চোখে যুদ্ধের দৃঢ় সম্মতি
রুখবে কে আর এ অগ্রগতি
সাধ্য কার?
রুটি দেবে নাকো? দেবে না অন্ন?
এ লড়াইয়ে তুমি নও প্রসন্ন?
চোখ-রাঙানিকে করি না গণ্য।
ধারি না ধার।

ক. ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি কবির ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের কততম কবিতা?
খ. ‘আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী’- কথাটি কবি কেন বলেছেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকটি ‘বিদ্রোহী কবিতার কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. “চেতনাগত মিল থাকলেও উদ্দীপকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।”-
মন্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ০৯ এর উত্তর

ক উত্তর: ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি কবির ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা ॥

খ উত্তর: কবি নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী’ কথাটি বলেছেন।

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি অন্যায়, অত্যাচা দূর করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়ে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। বিদ্রোহী কবিতায় তিনি ‘আমি’ শব্দটি বারবার ব্যবহার করে এর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন। অন্য সব চরিত্রের মতোই কবি অর্ফিয়াসের উল্লেখ করেছেন। কবি তার মধ্যে সেই শক্তিমত্তা ও চেতনা অনুভব করেন। আর এ কারণেই কবি নিজেকে অর্ফিয়াসের বাঁশরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গ উত্তর: উদ্দীপকটি ‘বিদ্রোহী’ কবিতার বিদ্রোহী চেতনার দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

বাঙালি জাতি অন্যায়ের কাছে কখনো মাথা নত করেনি এবং কোনো দিন ও করবে না। বাঙালি জাতি শাসক-শােষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই জাতি ন্যায্য অধিকারের দাবিতে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে লাভ করেছে এক স্বাধীনতা।

উদ্দীপকে অন্যায়ের এবং ন্যায্য অধিকারের দাবিতে বিদ্রোহের আহ্বান করা হয়েছে। উদ্দীপকের কবিতায় কবি বলেছেন যে সময়ের ঘড়ি বেজে উঠেছে, এখন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রহরী। তাই ভীষ্মের রেখে সাহসীদের সামনে এগিয়ে যেতে বলেছেন আপন শক্তিমত্তা নিয়ে। অর্থাৎ কবি এই কথায় বুঝিয়েছে এখন সময় হয়েছে শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে। তোমরা নিজেরাই এক একটি যোদ্ধা। তোমরাই পারো বিদ্রোহ ঘোষণা করতে। বেঁচে থাকার দাবিতে মুক্তির লক্ষ্যে উদ্দীপকের এই চেতনা ‘বিদ্রোহী কবিতায় প্রতিফলিত কবির সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এ কবিতায় কবি নিজের বিদ্রোহী প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেন। বিদ্রোহী কবি উৎকণ্ঠ ঘােষণায় জানিয়ে দেন যে, উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দন-রােল যত দিন পর্যন্ত প্রশমিত না হবে তত দিন এই বিদ্রোহী কবিসত্তা শান্ত হবে না। বিদ্রোহী কবিতার আত্মজাগরণের এ চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছে আলােচ্য উদ্দীপকে। কবি বিদ্রোহী প্রকাশের মাধ্যমে শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

ঘ উত্তর: “চেতনাগত মিল থাকলেও উদ্দীপকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।”- মন্তব্যটি যথার্থ।

শুরু থেকেই বিদেশিরা এদেশের মানুষের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। তাদের এই অত্যাচার এদেশের মানুষ মেনে না নিয়ে প্রতিবাদ করেছে। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, বিদ্রোহ করেছে। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ তারা লড়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে। যার কারণে সবাই স্বাধীনতা পেয়েছে। বিদ্রোহ পারে এক জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। তাই সব জাতিকে একত্র হয়ে বিদ্রোহ করতে হবে।

উদ্দীপকের কবিতায় কবি বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য সাহসীদের প্রতিবাদী সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান করেছেন। তিনি গরিবদের বিদ্রোহ করতে বলেছেন, সকল জাতিকে একত্র হতে বলেছেন। অধিকার আদায়ের সংগ্রামী চেতনার জন্য কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বলেছেন। এই উদ্দীপকের সাথে যে প্রতিফলন ঘটেছে তার সঙ্গে ‘বিদ্রোহী কবিতার সংগ্রামী চেতনার মিল রয়েছে।

‘বিদ্রোহী কবিতায় কবি জাতিকে রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করতে বলেছেন। এ কারণে ‘বিদ্রোহী কবিতায় তাঁর ‘আমি’ ব্যক্তি ‘আমি’ নয়; তা জাতিগত চেতনার প্রতীক ‘আমি’। উদ্দীপকে কবির এ চেতনাটি যথাযথভাবে প্রকাশ পায়নি।

তাই আমার মনে হয়, “চেতনাগত মিল থাকলেও উদ্দীপকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।”- মন্তব্যটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ১০

পিচ্চিরা এমনি ঘুরে বেড়ায়, কোথাও ৭/৮ জনের একটি গ্রুপ, কোথাও ৫/৬ জনের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের মিছিল। মিছিলে স্লোগান দিচ্ছে, আইয়ুব শাহী, মােনেম শাহী— ধ্বংস হােক, ধ্বংস হােক'; 'আইয়ুব মােনেম ভাই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই। আবার মাঝে মাঝে স্লোগান ভুলভাল হয়ে যায়। যেমন- আইয়ুব শাহী, জালেম শাহী'- এর জবাবে বলছে, বৃথা যেতে দেবাে না। কিংবা শহীদের রক্ত'- এর জবাবে বলছে, 'আগুন জ্বালাে আগুন জ্বালাে।

ক. কুর্নিশ' কথাটির মানে কী?

খ. আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে কি? তােমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন নম্বর ১০ এর উত্তর সমূহ

ক উত্তর: কুর্নিশ' কথাটির মানে হচ্ছে কিছুটা পিছিয়ে সমপূর্ণ সালাম বা অভিবাদন।

খ উত্তর: 'আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'- পঙক্তিটির মাধ্যমে কবি শাসকের অন্যায় শাসনতন্ত্র, নিয়ম-নীতি ভেঙে তথা তার চলার পথের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়াকে বুঝিয়েছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজের শক্তির বহুমাত্রিকতাকে বিভিন্ন অনুষঙ্গে তুলে ধরেছেন।

যেগুলোে দিয়ে তিনি মানবসমাজে চলমান সমস্ত অনিয়ম ও উচ্ছঙ্খলতা দূর করতে চেয়েছেন। এ কারণে শাসকের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘােষণা করেছেন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী কবি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শাসকের জারি করা অন্যায় বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনি এখানে সমষ্টির মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করেছেন।

সারকথা : কবি তাঁর বিদ্রোহী সত্তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে এবং অসত্য ও অকল্যাণ বাধাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন।

গ উত্তর: উদ্দীপকের শােষণ-বঞনার প্রতিবাদ এবং শােষকের ধ্বংস নিশ্চিত করার প্রত্যাশার দিকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে পাকিস্তানি শাসকগােষ্টীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং তাদের ধ্বংস প্রত্যাশা করা হয়েছে। আইয়ুব খান ও মােনেম খানের অপশাসনের প্রতিবাদে মিছিল হয়েছে। সেই মিছিলে মিছিলকারীরা এক দড়িতে তাদের ফাসি চেয়েছে।

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি সমস্ত অনিয়ম ও অকল্যাণের অবসান করতে চেয়েছেন। আর এ জন্য তিনি বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাস ও বিদ্রোহের চেতনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের আত্মজাগরণ ঘটাতে চান। আর এ কারণেই তিনি উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রােল না থামা পর্যন্ত তার। অভিযান অব্যাহত রাখার প্রতিজ্ঞা করেছেন। অন্যদিকে, উদ্দীপকে পাকিস্তানি শাসকগােষ্টীর হাতে এদেশের মানুষের ভাগ্য শৃঙ্খলিত ছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই তাদের নিয়ন্ত্রণ এদেশের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাই বাঙালিরা পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের পতনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

সারকথা : অত্যাচারী শাসকদের ধ্বংস করে সত্য ও ন্যায়ের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনের যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে সেই দিক থেকে তা উদ্দীপক ও ‘বিদ্রোহী’ কবিতা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উত্তর: না, উদ্দীপকটিতে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

যুগে যুগে বহুবার এদেশের মানুষ শােষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। ন্যায় দাবি আদায় করতে তারা রাজপথে মিছিল করেছে। শােষকের কবল থেকে মুক্ত হতে তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে।

উদ্দীপকে পশ্চিম পাকিস্তানের দুজন শাসকের ফাঁসির দাবিতে শিশুদের স্লোগানের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এ দুজন হলেন আইয়ুব খান ও আবদুল মােনেম খান। এদের ফাঁসির দাবিতে শিশুরা ‘আইয়ুব-মােনেম ভাই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই’ বলে স্লোগান দিয়েছে।

তাদের কণ্ঠে এ স্লোগানের কারণ আইয়ুব-মােনেমের অপশাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের আপামর জনতার তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ। তখন বাঙালিদের সামগ্রিক বিদ্রোহ চেতনায় শিশুরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

‘বিদ্রোহী’ কবিতায় কবি সমস্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘােষণা করেছেন। তার তীব্র প্রতিবাদী চেতনা তিনি অধিকারবতি সব মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন পৃথিবীতে যত দিন অন্যায় থাকবে, যত দিন উৎপীড়িতের কান্নার রােল তার কানে আসবে তত দিন তার বিদ্রোহ অব্যাহত থাকবে।

অন্যায় অবিচারের প্রতি সোচ্চার হওয়ার দিকটি ‘বিদ্রোহী’ কবিতার বিদ্রোহী চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ বিষয়টি ছাড়াও কবিতায় আরও প্রসঙ্গ রয়েছে যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি।

সারকথা : উদ্দীপকে ‘বিদ্রোহী’ কবিতার সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটলেও ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির জন্য কবির বিদ্রোহ ও সংগ্রাম অব্যাহত রাখার যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা প্রকাশ পায়নি।

বিদ্রোহী কবিতার বহুনির্বাচনী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত এক অকুতোভয় নেতা ছিলেন। নানা জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করে তিনি জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিতে সক্ষম হন।

১. জাতির জনকের মধ্যে 'বিদ্রোহী' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত?

- i. বিদ্রোহ
- ii. স্বদেশ প্রেম
- iii. নেতৃত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: ক. i ও ii

২. প্রকাশিত দিক/দিকগুলি কোন পঙ্কতিতে পাওয়া যায়?

- ক. আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্গিশ
- খ. আমি পথিক কবির গভীর রাগিনী, বেণু-বীণে গান গাওয়া
- গ. আমি রুখে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া
- ঘ. আমি চির-বিদ্রোহী বীর— বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির

উত্তর: ক. আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্গিশ

৩. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

- ক. ১৮৬১
- খ. ১৮৭৬
- গ. ১৮৯৯
- ঘ. ১৯০৯

উত্তর: গ. ১৮৯৯

৪. বাঙালি পল্টন ভেঙে গেলে নজরুল কোথায় আসেন?

- ক. ঢাকায়
- খ. ময়মনসিংহে
- গ. কলকাতায়
- ঘ. বীরভূমে

উত্তর: গ. কলকাতায়

৫. কাজী নজরুল ইসলামকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে কে?

- ক. ভারত সরকার
- খ. বাংলাদেশ সরকার
- গ. ব্রিটিশ সরকার
- ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর: ক. ভারত সরকার

৬. কবি বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগদান করার পরে কোন পদে উন্নীত হন?

- ক. নায়েক
- খ. হাবিলদার
- গ. ল্যান্সনায়েক
- ঘ. লেফটেন্যান্ট

উত্তর: খ. হাবিলদার

৭. কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিষ্টাব্দে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন?

- ক. ১৯৭০
- খ. ১৯৬০
- গ. ১৯২০
- ঘ. ১৯৮০

উত্তর: খ. ১৯৬০

৮. কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান কোনটি?

- ক. ভারতের হুগলি
- খ. ভারতের আসাম
- গ. ভারতের মুর্শিদাবাদ
- ঘ. ভারতের পশ্চিমবঙ্গ

উত্তর: ঘ. ভারতের পশ্চিমবঙ্গ

৯. কাজী নজরুল ইসলাম কত বছর বয়সে পিতাকে হারান?

- ক. ছয় বছর
- খ. আট বছর
- গ. সাত বছর
- ঘ. দশ বছর

উত্তরঃ খ. আট বছর

১০. নজরুল কোন যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন?

- ক. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
- খ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
- গ. ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ
- ঘ. মুক্তিযুদ্ধ

উত্তরঃ ক. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১১. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন?

- ক. ১৯১৭
- খ. ১৯১৬
- গ. ১৯৯৯
- ঘ. ১৯০৯

উত্তরঃ ক. ১৯১৭

১২. কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় যোগদানের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠেন?

- ক. গ্রামের মক্তবে
- খ. লেটোর দলে
- গ. সেনাবাহিনীতে
- ঘ. সাহিত্য পত্রিকায়

উত্তরঃ খ. লেটোর দলে

১৩. কখন কাজী নজরুল ইসলামের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে?

- ক. 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার পর
- খ. 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর
- গ. পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার পর
- ঘ. 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থ লেখার পর

উত্তরঃ খ. 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মে দিনের কবিতা' কবিতায় শোষক-নির্যাতক-অত্যাচারীর হাত থেকে মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রামের কথা ব্যক্ত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে নির্মম শোষণ চলেছে, আজ তা প্রতিহত করার দিন এসেছে। তাই কবি মুক্তির পথে, সংগ্রামের পথে সবাইকে একান্ত হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

১৪. উদ্দীপকের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেতনা নিচের কোন কবির চেতনায় প্রতিফলিত?

- ক. কাজী নজরুল ইসলাম
 - খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 - গ. শামসুর রাহমান
 - ঘ. জীবনানন্দ দাশ
- উত্তরঃ-ক. কাজী নজরুল ইসলাম

১৫. উদ্দীপক ও উক্ত কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে—

- i. সাম্যবাদ
 - ii. অন্যায়ের প্রতিবাদ
 - iii. বিদ্রোহী সত্তার আহ্বান
- নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i ও ii খ. i ও iii
 - গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
- উত্তরঃ- গ. ii ও iii

১৬. কবিতায় কবি নিজেকে কার বাঁশরী বলেছেন?

- ক. রাখালের
- খ. অর্ফিযুসের
- গ. গায়কের
- ঘ. নাট্যকারের

উত্তরঃ খ. অর্ফিযুসের

১৭. ইন্দের স্ত্রীর নাম কী?

- ক. সীতা
- খ. উর্মিলা
- গ. প্রমিলা
- ঘ. ইন্দ্রাণী

উত্তরঃ ঘ. ইন্দ্রাণী

১৮. কবি বিশ্বকে কী করবেন?

ক. নতুন করে সাজাবেন

খ. ধ্বংস করবেন

গ. দাহন করবেন

ঘ. সৃজন করবেন

উত্তরঃ গ. দাহন করবেন

১৯. কবি কী উপাড়ি ফেলবেন?

ক. মিথ্যা

খ. জড়তা

গ. অধীন বিশ্ব

ঘ. জঙ্গল

উত্তরঃ গ. অধীন বিশ্ব

২০. 'সাম্যবাদী' কোন জাতীয় সাহিত্য?

ক. উপন্যাস খ. নাটক

গ. কাব্য ঘ. গল্প

উত্তরঃ-গ. কাব্য

২১. 'বিজলী' কোন ধরনের পত্রিকা?

ক. সাপ্তাহিক খ. দৈনিক

গ. পার্শ্বিক ঘ. মাসিক

উত্তরঃ- খ. দৈনিক

২২. বাঙালি পল্টন ছেড়ে কলকাতায় এসে কাজী

নজরুল ইসলাম কী করেন?

ক. মত্তবে শিক্ষকতা করেন

খ. লেটোর দলে যোগ দেন

গ. বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন

ঘ. সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন

উত্তরঃ-ঘ. সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন

২৩. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কিসের

নটরাজ বলেছেন?

ক. বজ্রপাতের খ. মহাপ্রলয়ের

গ. ঝড়ের ঘ. বন্যার

উত্তরঃ- খ. মহাপ্রলয়ের

২৪. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার হাতের ডমরু

ত্রিশূল?

ক. লক্ষ্মণের খ. রাবণের

গ. সীতার ঘ. পিণাক-পাণির

উত্তরঃ- ঘ. পিণাক-পাণির

২৫. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার শিষ্য

বলে পরিচয় দিয়েছেন?

ক. দুর্বাশা খ. প্রভঞ্জন

গ. বিশ্বামিত্র ঘ. প্লেটো

উত্তরঃ-গ. বিশ্বামিত্র

২৬. কবি নিজেকে কোন বায়ু বলেছেন?

ক. উত্তরের খ. দক্ষিণের

গ. পূর্বের ঘ. পশ্চিমের

উত্তরঃ-ক. উত্তরের

২৭. 'বিদ্রোহী' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

ক. বিজলী খ. লাঙ্গল

গ. নবযুগ ঘ. ধুমকেতু

উত্তরঃ-ক. বিজলী

২৮. 'অগ্নি-বীণা' কী জাতীয় রচনা?

ক. কাব্য খ. নাটক

গ. প্রবন্ধ ঘ. গল্প

উত্তরঃ- ক. কাব্য

২৯. 'বিদ্রোহী' কবিতায় বিদ্রোহী কে?

ক. কবি নিজেই খ. মহাদেব

গ. মজলুম ঘ. চেঙ্গিস খান

উত্তরঃ-ক. কবি নিজেই

৩০. 'বিদ্রোহী' কবিতার শেষে ধ্বনিত কবির শেষ

কাম্য কী?

ক. সাম্যবাদ

খ. মানবমুক্তি

গ. অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান

ঘ. মজলুমের সাহায্য

উত্তরঃ-গ. অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান

৩১. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে মৃত্যুবরণ

করেন?

ক. ১৯৭০ খ. ১৯৭২

গ. ১৯৭৩ ঘ. ১৯৭৬

উত্তরঃ- ঘ. ১৯৭৬

৩২. গ্রিক পুরাণে গানের দেবতা হিসেবে কাকে উল্লেখ করা হয়েছে?

ক. স্টাভেরজি

খ. ক্রিস মারাগোডাকিস

গ. অ্যাপোলো

ঘ. জো মাইলোগ

উত্তর:-গ. অ্যাপোলো

৩৩. কবি বীরকে চির উন্নত মম শির বলার কারণ কী?

ক. সমাজে ঊর্ধ্ব অবস্থান বোঝাতে

খ. বীর যোদ্ধা বলে

গ. প্রতিবাদে অবিচল বোঝাতে

ঘ. প্রতিবাদে উন্নত বোঝাতে

উত্তর:-গ. প্রতিবাদে অবিচল বোঝাতে

৩৪. কাজী নজরুল ইসলাম কীভাবে সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠেন?

ক. 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার মাধ্যমে

খ. সৈনিক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে

গ. প্রাইমারি শিক্ষকতার মাধ্যমে

ঘ. লেটোর দলে পালাগান রচনার মাধ্যমে

উত্তর:-ঘ. লেটোর দলে পালাগান রচনার মাধ্যমে

৩৫. নজরুলের সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠার শুরু হয়—

i. লেটোর দলে যোগ দিয়ে

ii. পালাগান রচনা করে

iii. বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তর:-ক. i ও ii

৩৬. শিব বা মহাদেবকে ধূর্জটি বলার কারণ কী?

ক. কপালে আগুন বলে

খ. শ্মশানে থাকে বলে

গ. সিদ্ধি খায় বলে

ঘ. ধূম্ররূপী জট বলে

উত্তর:-ঘ. ধূম্ররূপী জট বলে

৩৭. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার বুকের ক্রন্দনশ্বাস?

ক. বক্ষিতের খ. বিধাতার

গ. পরশুরামের ঘ. ইস্রাফিলের

উত্তর:-খ. বিধাতার

৩৮. 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতুর্য'—এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কোন সত্তা প্রকাশ পেয়েছে?

ক. প্রেম ও দ্রোহ

খ. বিদ্রোহী ও বংশীবাদক

গ. বিদ্রোহী ও অত্যাচারিত

ঘ. বিদ্রোহী ও বীর যোদ্ধা

উত্তর:-ক. প্রেম ও দ্রোহ

৩৯. 'আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুংকার।' এখানে 'ইস্রাফিলের শিঙ্গার' সঙ্গে কোন ধর্মের সম্পর্ক বিদ্যমান?

ক. ইসলাম খ. হিন্দু

গ. বৌদ্ধ ঘ. খ্রিষ্ট

উত্তর:-ক. ইসলাম

৪০. 'লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ, অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।' উদ্দীপকের চরণদ্বয় 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. সত্য প্রকাশের চেতনা

খ. প্রতিবাদী চেতনা

গ. মানবমুক্তির প্রয়াস

ঘ. সংগ্রামী চেতনা

উত্তর:-খ. প্রতিবাদী চেতনা

৪১. লেটোর দলের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম কোনটি রচনা করেন?

ক. কবিতা খ. নাটক

গ. সংলাপ ঘ. পালাগান

উত্তর:-ঘ. পালাগান

৪২. কাজী নজরুল ইসলাম কত নম্বর বাঙালি পল্টনে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন?

ক. ৪০ খ. ৪৫

গ. ৪৮ ঘ. ৪৯

উত্তর:-ঘ. ৪৯

৪৩. কত বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম
লেটোর দলে যোগদান করেন?

ক. ৮ বছর খ. ১০ বছর
গ. ১২ বছর ঘ. ১৫ বছর
উত্তরঃ-গ. ১২ বছর

৪৪. গ্রামের মক্তবে কাজী নজরুল ইসলাম কত
বছর শিক্ষকতা করেন?

ক. ১ বছর খ. ২ বছর
গ. ৩ বছর ঘ. ৫ বছর
উত্তরঃ-ক. ১ বছর

৪৫. কত সালে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়?

ক. ১৯১৮ খ. ১৯১৯
গ. ১৯২০ ঘ. ১৯২১
উত্তরঃ-গ. ১৯২০

৪৫. নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে
পরিচিতি লাভের কারণ—

- i. 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রকাশ
- ii. বিদ্রোহী কবিতায় বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ
- iii. সৈনিক হিসেবে লেখনী ধারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
উত্তরঃ-ক. i ও ii

৪৬. 'আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর' চরণটির
তাৎপর্য—

- i. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনা
- ii. অত্যাচারীর জন্য ভয়ংকর
- iii. পৃথিবীর জন্য ভয়ংকর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
উত্তরঃ-ক. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৭ ও ৪৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর
দাও

আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ত তা বলে বন্ধ করোনি প্রভু।
তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি।
মোজা-পুরুত লাগিয়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।
কোথা চেক্সিস, গজনি মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ওই ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার!

৪৭. উদ্দীপকের ভাববস্তুর সঙ্গে তোমার পঠিত কোন
কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. বিদ্রোহী খ. সুচেতনা
গ. পদ্মা ঘ. প্রতিদান
উত্তরঃ-ক. বিদ্রোহী

৪৮. উদ্দীপক ও উক্ত কবিতার মূল চেতনা—

- i. অন্যায়ের প্রতিবাদ
- ii. অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
- iii. মজলুমের আর্তচিৎকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
উত্তরঃ-ক. i ও ii

৪৯. 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা
হুংকার' দ্বারা নিচের কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?

ক. তীব্র আর্তনাদ
খ. ধ্বংসের
গ. নতুনের আগমন
ঘ. সৃষ্টির

উত্তরঃ খ. ধ্বংসের

৫০. এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে
রণতূর্য—এখানে নজরুল ইসলামের কোন দিক
প্রকাশ পেয়েছে?

ক. প্রেম ও দ্রোহ
খ. বিদ্রোহী ও বংশীবাদক
গ. বিদ্রোহী ও অত্যাচারিত
ঘ. বিদ্রোহী ও বীর যোদ্ধা

উত্তরঃ ক. প্রেম ও দ্রোহ